NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
School of Humanities
Established By Act (W.B. Act (XIX) of 1997 and Recognised by U.G.C.)
Head Office: DD-26, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064;Phone: 033 40663214
Kalyani Campus: KalyaniGhoshpara, Kalyani 741235; Phone: 033 25820103
Website: www.wbnsou.ac.in; Email: nsou@wbnsou.ac.in
Accredited by NAAC with Grade 'A'

Ref. No.: SoH-KC/22-254 Date: 12/12/2022

গোয়েন্দাকাহিনী পাঠপ্রসঙ্গ শীর্ষক আলোচনাসভার প্রতিবেদন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা অনুষদের পক্ষ থেকে বিগত ২৩ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে 'গোয়েন্দাকাহিনী পাঠপ্রসঙ্গ' শীর্ষক একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেক ক্যাম্পাসের বোর্ড রুমে মানববিদ্যা অণুষদের অধিকর্তা তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমেই এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তথা নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার প্রকল্প পরিচালক অনামিকা দাস। বক্তা হিসেবে আহূত হয়েছিলেন চন্দননগর কলেজের রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ কিংশুক দাস এবং বিশিষ্ট লেখক শ্রী অরিন্দম দাশগুপ্ত মহাশয়।

বেলা বারোটায় আলোচনাসভার সূচনা করেন অনামিকা দাস। উক্ত আলোচনাসভা-যে প্রকৃতপক্ষে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রকল্পের অংশবিশেষ, তা উল্লেখের পর তিনি এই আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। সাধারণভাবে গবেষণা প্রকল্পের নানা দিক সম্পর্কে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে সচেতন করেন সভাপতি অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল। এরপর শুরু হয় সভার মূল অধিবেশনের প্রথম পর্ব। সেই পর্বে বক্তা ছিলেন ডঃ কিংশুক দাস। 'বিষাক্ত অনু-সন্ধান' শিরোনামে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, গোয়েন্দাকাহিনীতে সাধারণভাবে বিষপ্রয়োগ ও তার প্রতিক্রিয়া যেভাবে দেখানো হয়, তা বাস্তবে ঠিক কতখানি রসায়নসম্মত। বিভিন্ন অপরাধকাহিনীর নিদর্শন তুলে ধরে খুব সহজে রসায়নবিদ্যা ও পোস্টমর্টেমের আলোচনার মেলবন্ধনে তিনি অত্যন্ত নিপুণ দক্ষতায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেন। প্রথম অধিবেশনের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অনলাইন ও অফলাইন মাধ্যমে উঠে আসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার সমাধান।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজনবিরতি শেষে শুরু হয় আলোচনাসভার দ্বিতীয় অধিবেশন। এই পর্বে বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট লেখক শ্রী অরিন্দম দাশগুপ্ত মহাশয়। 'শখের গোয়েন্দার অস্তিত্ব কি সংকটে ?'---এই শিরোনামে তিনি তাঁর বক্তব্য পাঠ করেন। বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে কেন ও কীকী কারণে শখের গোয়েন্দার অস্তিত্ব ক্রমশ সংকটে, সেটিই ছিল তাঁর মূল আলোচ্য বিষয়। ঊনবিংশ শতক থেকে শুরুর করে বিংশ শতকের নানা অপরাধকাহিনীর নিদর্শন তিনি তাঁর যুক্তির বুনিটে পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষে সাধারণ প্রশ্নোত্তর পর্বের পর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করে এবং ভবিষ্যতে এইধরণের মনোজ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজনের প্রতিশ্রুতিতে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন অনামিকা দাস।